০৫-০৩-১৭ প্রাতঃমুরলী ওমশান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইস:২০-০১-৮২ মধুবন

"প্রেম-প্রীতির দায়িত্ব পালনের সহজ উপায় -- নাচো আর গাও"

আজ বহ্নিপতঙ্গের রুহানী সভায় জ্যোতির্ময় উপস্থিত হয়েছেন। এই রুহানী সভা হল কতখানি অলৌকিক এবং শ্রেষ্ঠ । জ্যোতির্ময় হলেন অবিনাশী , বহ্নিপতঙ্গও হল অবিনাশী , আর এই দুইয়ের প্রেমও হল অবিনাশী । এই রুহানী প্রীতি ও ভালবাসার কথা বহ্নিশিখা এবং বহ্নিপতঙ্গ ছাড়া কেউ জানতে পারবেনা । যারা জেনেছে তারা প্রেম-প্রীতির দায়িত্ব পালন করছে এবং তারা সবকিছু প্রাপ্তি করেছে। প্রেম-প্রীতির দায়িত্ব পালন করার অর্থ হল সবকিছু প্রাপ্ত করা। দায়িত্ব পালন না করতে পারলে প্রাপ্তিও হবেনা । এই প্রেম-প্রীতির অনুভবী জানে যে এই প্রীতির দায়িত্ব পালন কত সহজ ! প্রীতির রীতি-টি কি , জানো তো ? শুধু দুটি জিনিস । আর সেইটিও এতই সরল যে সবাই জানেও আর সবাই করতেও পারে। সেই দুটি হল - নাচো আর গাও । এই সবের অনুভব আছে ? গান ও নাচ তো সবারই পছন্দ তাইনা ? তো এখানে কি আর করবে ? অমৃতবেলা থেকে গান গাওয়া শুরু করো। দিনচর্যায় গান দিয়েই ওঠো। তো বাবার এবং নিজের শ্রেষ্ঠ জীবনের মহিমার গান গাও , জ্ঞানের গান গাও, সর্ব প্রাপ্তির গান গাও। এই গান গাইতে পারো না ? পারো তো ? তাহলে গান গাও আর আনন্দ খুশীতে নাচো। খুশীতে নাচতে নাচতে সব কর্ম করো। যেমন স্থূলরূপে নাচ করলে সম্পূর্ণ শরীরের নাচ করা হয়ে যায়। ড্রিল হয়ে যায়। বিভিন্ন ভঙ্গিতে নাচ করো। তেমনভাবেই খুশীর নাচ করার সময়ে বিভিন্ন কর্ম রূপী ভঙ্গি করো। কখনও হাতের নাচ , কখনও পায়ের নাচ করো। তো কর্মযোগী হওয়া অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের খুশীর নাচ করো। বাপদাদা বা বহ্নিশিখার সে-ই পতঙ্গ পছন্দ যে নাচতে আর গাইতে জানে। এইটাই হল প্রেম-প্রীতির রীতি । তাহলে এইটা খুব মুশকিল নয়তো ? কি মনে হয় - সহজ না মুশকিল ? এখন মধুবনে তো ইজি বা সহজে করছ , ওখানে ফিরে গিয়েও সহজ বলবে তো ? ফিরে গিয়ে বদলে যাবে নাতো ? (এখানে ইজি আর ওখানে বিজি হয়ে যাবে নাতো) বরং এই নাচ গানেই বিজি থাকবে তো ?

সর্বদা কানে এই মিষ্টি বাজনা শুনতে থেকো -- কারণ নাচ গান করতে বাজনাও তো চাই তাইনা ! কোন্ বাজনাটি শুনবে? (মুরলী) মুরলীর সারাংশ যে প্রতিটি মুরলীতে বাপদাদা মিষ্টি বাচ্চারা , প্রিয় বাচ্চারা , হারানিধি বাচ্চারা বলে যে স্নেহপূর্ণ স্মরণ করেন। বাবার স্নেহের এই বাজনা সর্বদা কানে শুনবে। তাহলে অন্য কোনো কথা শুনেও বুঝতে পারবেনা , বুদ্ধিতে আসবেনা কেননা একটিমাত্র বাজনা শুনতে ব্যস্ত থাকবে , তো অন্য কিছু শুনবে কিভাবে ! এমনভাবে সর্বদা গান গাওয়ায় ব্যস্ত থাকবে তো ব্যর্থ কথা মুখ দিয়ে বলার সময় থাকবেনা । সর্বদা বাবার সঙ্গে খুশীতে নাচবে তাহলে তৃতীয় কেউ ডিস্টার্ব করবেনা । দুইয়ের মাঝখানে কেউ আসতে পারবেনা । ফলে মায়াজিত হয়ে গেলে কিনা। না-ই শুনবে , না-ই বলবে আর না-ই মায়া আসবে। তাহলে প্রীতির রীতি হল কি ? নাচো আর গাও । যখন দুটোতেই ক্লান্ত অনুভব করবে তখন শুয়ে পড়বে। এখানে শোওয়া মানে কি ? শোওয়া অর্থাৎ কর্ম থেকে ডিট্যাচ হওয়া। তো তোমরা কর্মেন্দ্রীয় থেকে ডিট্যাচ হয়ে যাও। অশরীরী হওয়া অর্থাৎ শোওয়া। স্মরণ-ই হল বাপদাদার স্নেহপূর্ণ কোল । তাই যখনই ক্লান্ত হবে তখন অশরীরী হয়ে যাবে , অশরীরী বাবার স্মরণে হারিয়ে যাবে অর্থাৎ শুয়ে পড়বে। যেমন স্থূলরূপে নাচ গান করলে শরীর ক্লান্ত হয় এবং শীঘ্রই ঘুম এসে যায় , তেমনই এই রুহানী গান গেয়ে , খুশীতে নাচ করে শুয়ে পড়বে ও হারিয়ে যাবে। তাহলে বুঝলে তো সারাদিন কি

করবে ? আর ডবল ফরেনার্স তো এই সবেতে খুবই শৌখিন । তো যে বিষয়ে শখ আছে তাই করো , ব্যস্। শখ করে শুয়েও পড়ে। তো তিনটি কথাই করতে পারো । তাহলে বুঝলে - প্রীতির রীতি পালন করার উপায় কি ?

আচ্ছা - এখন একটি শব্দ তো ডবল ফরেনার্স ত্যাগ করে যাবে। কোনটি ? (সবাই অনেক রকম শব্দ শোনাল - কেউ বলল উদাসীনতা , কেউ বলল ক্লান্তি) আচ্ছা - এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে শব্দটি বলছ সেসব এখনও আছে। আচ্ছা - বলা মানেই ত্যাগ করা। তো একটি শব্দ - *ডিপ্রেশান* - ডিপ্রেশান আর কখনও বলবেনা । *রিয়লাইজেশন বলবে , ডিপ্রেশান নয়*। যে বাবাকে ডাইভোর্স দেয় সে ডিপ্রেশানে ভোগে। তোমরা তো বাবার চিরকালের কম্প্যানিয়ান । তো ডিপ্রেশান শব্দটি শোভা দেয়না । সেল্ফ রিয়লাইজেশনের পরে ডিপ্রেশান হতে পারে কি । বুঝলে - যখন দ্বাপর পূর্ণ হয়ে কলিযুগ আরম্ভ হবে তখন হয়ে যেও। এইটুকু সময়ের জন্যে ডিভোর্স দিয়ে দাও ডিপ্রেশানকে । আচ্ছা ।

পরিবর্তন ভূমিতে অবিনাশী পরিবর্তন করে , সর্বদা প্রীতির রীতি পালন করে , দীপশিখার পছন্দের বহ্নিপতঙ্গ , সর্বদা রুহানী গীত গায়, খুশীতে নাচে , যখন চায় বাবার কোলে শুয়ে পড়ে , এমন হারানিধি , প্রিয় বাচ্চাদের বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং নমস্কার ।

টিচারদের *সঙ্গে* - *অব্যক্ত* *বাপদাদার* *সাক্ষাৎকার * (*ডবল* *বিদেশী* *টিচার*)

সবাই সেবার ক্ষেত্রে নিজের শক্তি অনুযায়ী প্রমাণ দিয়েছে এবং দিতেই থাকবে ? সেবাধারী অর্থাৎ প্রতিটি সেকেন্ড , প্রতিটি নিশ্বাস , প্রতিটি সংকল্পে বিশ্বের স্টেজে পার্ট প্লে করে যারা। তো সর্বদা নিজেকে বিশ্বের এই নাট্যমঞ্চে হীরো পার্টধারী শ্রেষ্ঠ আত্মা ভেবে চলো । এটাও তো ড্রামায় চান্স পেয়েছ। তো অন্যের জন্যে নিমিত্ত হওয়া মানেই হল নিজে স্বত:তই অ্যাটেনশানে থাকা। সেইজন্যই সর্বদা বাপদাদার সঙ্গী রূপে , সেবায় উপস্থিত থেকে , এই স্মৃতির আধারে প্রতিটা কর্ম করো। সর্বদা এগিয়ে যাবে আর এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। সাহস হিম্মত ভাল রয়েছে , বাবার সাহায্যও প্রাপ্ত করছ আর সাহায্য সদা পেতেই থাকবে। নিমিত্ত শিক্ষক স্বরূপ বা রুহানী সেবাধারী স্বরূপ ধারণ করা অর্থাৎ ফলো ফাদার করা। সেইজন্য বাবার সমান বাবার হারানিধি তোমরা । বাপদাদাও সেবাধারীদের দেখে খুশীর অনুভব করেন। সবাই সর্বদা নিজেদের নিমিত্ত ভেবে এবং নম্রচিত্ত হয়ে চলবে। যত নিমিত্ত এবং নম্রচিত্ত হয়ে চলবে ততই সেবায় সহজ বৃদ্ধি হবে। কখনও আমি করেছি , আমি টিচার , এইরূপ আমিত্বের ভাব রাখবেনা । একেই বলা হয় সার্ভিসে এগোনোর বদলে থেমে থাকার আধার । এগিয়ে যাওয়ার পথে কখনও সার্ভিস কম হয়ে যায় বা ঢিলা হয়ে যায় , তার বিশেষ কারণটা হল যে নিমিত্ত ভাবের পরিবর্তে আমিত্বের ভাব বিদ্যমান হওয়া , ফলে সার্ভিসে দুর্বলতার অনুভব হয় , নিজের আন্তরিক আনন্দ আত্মিক নেশা হারিয়ে যায়। তাই কখনও নিজে এই স্মৃতি থেকে দূরে যাবেনা , আর অন্যদেরও কখনও বাবার বর্সা প্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেনা । দ্বিতীয় কথা - সর্বদা এই শ্লোগানটি স্মরণে রাখবে যে *"স্ব-পরিবর্তন দ্বারা যেকোনো পরিবারের আত্মার পরিবর্তন করা এবং বিশ্বকেও পরিবর্তন করা।"* স্ব-পরিবর্তনের উপরে বিশেষ অ্যাটেনশান দেবে। তো সেবায় স্বত:তই বৃদ্ধি হবে। কম হওয়ার কারণটাও জানলে আর বৃদ্ধির আধারও বুঝলে। তো সর্বদা খুশীতে এগিয়ে যাবে আর অন্যদেরও খুশীতে আনবে। বুঝলে!

তাহলে নম্বরওয়ান যোগ্য টিচার বা নম্বরওয়ান সেবাধারীদের লাইনে আসবে। তো ডবল বিদেশী সবাই নম্বরওয়ান টিচার হয়েছ তাইনা ! পরিশ্রম ভালই করছ আর স্নেহ ভালোবাসাও যথেষ্ট রয়েছে । প্রমাণও করেছে। প্রতিটি বাচ্চা সেবাধারী অর্থাৎ টিচার। সেবাকেন্দ্রে থাকুক , আর যেখানেই থাকুক কিন্তু সেবাধারী স্বরূপ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের অক্যুপেশান বা পেশা হল সেবাধারী । কে সেবায় কি পার্ট পেয়েছে , কে কি পেয়েছে ..... কেউ আনবে - এই সেবা পেয়েছে , কেউ শোনাবে , কেউ ভোগ আয়োজন করবে আর কেউ ভোগ পরিবেশনের সেবা .... সবাই হল সেবাধারী । বাপদাদা সবাইকে সেবাধারী ভাবছেন।

(আন্তর্জাতিক সম্মেলনের জন্যে সবাই নতুন প্ল্যান তৈরী করেছে , সেইসব বাপদাদা শোনাচ্ছেন)

প্ল্যান তৈরী করতে পরিশ্রম করেছ তার জন্যে অভিনন্দন । এইরকম বুদ্ধি খাটানো অর্থাৎ নিজের আয় বৃদ্ধি করা জমা করা। তো মিটিং করোনি বরং জমা করেছ। সর্বদা নির্বিঘ্ন , সদা বিঘ্ন-বিনাশক আর সদা সন্তুষ্ট থাকা এবং সবাইকে সন্তুষ্ট করা। এই সার্টিফিকেট সর্বদা নিতে থাকবে। এই সার্টিফিকেট নেওয়া অর্থাৎ সিংহাসনে বিরাজমান (তখ্তনশীন) হওয়া । সন্তুষ্ট থাকা এবং সর্বকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্য রাখো। দুইয়েরই ব্যালেন্স রাখো। আচ্ছা - যে প্ল্যান তৈরী করেছ - সেসব প্র্যাক্টিকালে সফল করবে। ভি.আই.পিদের সংগঠন নিয়ে আসবে।

বিদেশী *টিচার* *বোনেদের* *সঙ্গে* *বাপদাদার* *পিকনিক*

পিকনিক হল ? শুনতে থাকো তো ? কখনও খাবে , কখনও শুনবে ... এইটাইতো ঈশ্বরীয় পরিবারের বিশেষত্ব । যে এখনই শিক্ষকের সামনে , এখনই পিতার সামনে , এখনই বন্ধুর সামনে। এইরকম বহুরূপের অনুভব সম্পূর্ণ কল্পে না-ই কেউ করতে পারে আর না-ই কেউ করাতে পারবে। এই একমাত্র বাবার-ই পার্ট রয়েছে সঙ্গমে। সত্যযুগে যদি চাও বাপদাদার সঙ্গে পিকনিক করবে তো করতে পারবে কি ? এখন যা চাও , যে রূপে চাও সেই রূপে মিলন করো । সেইজন্য এইরকম বিশেষ সেবাধারীদের ভাগ্য কিনা।

বাপদাদা অমৃতবেলা থেকে প্রতিটি বাচ্চার ভাগ্য দেখছেন যে কত রকমের ভাগ্য প্রত্যেক আত্মার ভেতরে খচিত আছে। অমৃতবেলা-ই ভাগ্য নিয়ে আসে। রুহানী মিলনের ভাগ্য অমৃতবেলা নিয়ে আসে। প্রত্যেক কর্মে তোমাদের ভাগ্য রয়েছে । দেখছ তো বাবাকে । এই চোখ পেয়েছ বাবাকে দেখার জন্যে । কান পেয়েছ বাবাকে শোনার জন্যে ।
তাহলে ভাগ্যশালী হলে কিনা ! প্রত্যেকটি কর্মেন্দ্রীয়ের ভাগ্য রয়েছে । পা রয়েছে প্রতিটি কদমে কদম রেখে এগোনোর জন্যে । এমনই প্রতিটি কর্মেন্দ্রীয়ের নিজের ভাগ্য আছে। তাহলে লিস্ট তৈরী করো যে কতখানি ভাগ্য পুরো দিনে প্রাপ্ত হয় ! বাবাকে দেখো , বাবাকে শোনো, বাবার সঙ্গে ঘুমাও , বাবার সঙ্গে খাও , সবকিছু বাবার সঙ্গে করো। সেবা করো তাও বাবার পরিচয় দাও , বাবার সঙ্গে মেল করাও ... কতখানি ভাগ্য হল তাহলে ? তাই বাপদাদা সদা প্রতিটি বাচ্চার ভাগ্যের রেখা কতোটা স্পষ্ট , লম্বা , ক্লিয়ার আছে - সেইসব দেখেন। ভাগ্যের রেখা মধ্যিখানে খন্ডিত নয়তো ? যুক্ত এবং খন্ডিত অথবা যবে থেকে যুক্ত হয়েছে অখন্ড অটুট রয়েছে । খন্ডিত রেখায় পরিবর্তন হয় তাই অটুট অখন্ড । তো এমনই বাচ্চাদের বাবা দেখছেন , বাবার অন্য কাজ আছে নাকি ?

বিশ্বের সেবাকার্যে তোমাদের নিমিত্ত করে দিয়েছেন। বাকি বাবার আর কি কাজ আছে? (বাবা-ই সবকিছু করছেন) শুধুমাত্র ব্যাকবোন হওয়াই বাবার কাজ। আর বাকি কাজ রয়েছে বাচ্চাদের সঙ্গে মিলিত হওয়া , বাচ্চাদের দেখা , বাচ্চাদের সঙ্গে রুহ-রিহান করা , বাচ্চাদের সঙ্গে চলা , এই কাজ রয়েছে তাইনা ! তোমাদের কাজ বিশ্ব জগতের সঙ্গে আর বাবার কাজ বাচ্চাদের সঙ্গে । বাবাকে বিশ্বের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করা হয় তোমাদের দ্বারা , তোমরা তাঁর সন্তান কিনা ! সন্তানের দ্বারা বাবা প্রত্যক্ষ হয়ে থাকেন। ব্যাকবোন হলেন বাবা । বাবা ব্যাকবোন না হলে বাচ্চারা ক্লান্ত হয়ে যাবে। মোহ রয়েছে কিনা। তাই বাচ্চাদের ক্লান্তি বাবা দেখতে পারেননা । তাই দেখো প্রতি বছর এখানে আসো ক্লান্তি মেটাতে। এখানে এসে সেবার দায়িত্বের মুকুট নামিয়ে রাখো কিনা। সেখানেতো এক একটি কথা দেখবে - কেউ দেখছেনা তো , কেউ শুনছেনা তো । এখানে যদিও কিছু হয় তবে জানবে দিদি দাদী বসে রয়েছেন বাপ-দাদা বসে আছেন , আপনা থেকে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখানে ফ্রী অনুভব করো তাইনা । তো বিদেশের সেবায়ও ভালই অনুভব হয় তাইনা ? ডবল নলেজফুল হলে কিনা ? আচ্ছা ।

বরদান :- বিশাল হৃদয়ের অধিকারী হয়ে দুঃখী এবং অশান্ত আত্মাদের খুশীর দান করে এমন মাস্টার দয়াশীল ভব।

ব্যাখ্যা :- বর্তমানে সবকিছু প্রাপ্ত করা যায় কিন্তু সত্যিকারের খুশী প্রাপ্ত করা যায়না । তাই এমন সময়ে দুঃখী অশান্ত আত্মাদের খুশীর অনুভূতি করাও তবে তারা মন থেকে আশীর্বাদ করবে। তোমরা হলে দাতার সন্তান তাই মন খুলে খুশীর খাজানা দান করো , দয়াশীল স্বরূপের গুণ ইমার্জ করো । কখনোই এই কথা ভেবোনা যে এরা তো শুনবেনা । যতই বিপক্ষে থাকুক তবুও তোমরা দয়ার ভাব ত্যাগ করবেনা । দয়া ভাব , শুভভাব নিশ্চয়ই ফলদায়ী হয়।

স্লোগান : জ্ঞান যোগের ধারণা করা অর্থাৎ রুহানী ধারণা -- এই ধারণার দ্বারা শক্তিশালী হও এবং অন্যদের শক্তিশালী করো।